Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া বসরী

রোলঃ 227021232

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া বসরী

রোলঃ 227021232

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাবেয়া বসরী, আইডিঃ 227021232 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রাবেয়া বসরী

(স্বাক্ষর)

রাবেয়া বসরী

আইডিঃ 227021232

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ 5

অধ্যায় ১: প্রারম্ভিকা.....6

পিতা-মাতার মর্যাদা: ইসলামিক দৃষ্টিকোণ 6

অধ্যায় ২: পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য.....8

১. পিতা-মাতার সেবা করা 8

২. শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন 8

৩. অপমান বা কষ্ট না দেওয়া.....9

৪. আর্থিক সাহায্য করা 9

অধ্যায় ৩: পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা 10

অধ্যায় ৩: কুরআনে পিতা-মাতার জন্য দোয়া ও ক্ষমার নির্দেশনা 11

অধ্যায় ৪: কুরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার গুরুত্ব 15

অধ্যায় ৫: পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতার পরিণাম..... 19

অধ্যায় ৬: ইসলামে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের সৌন্দর্য। 22

অধ্যায় ৭: আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জ ও সমাধান।..... 25

অধ্যায় ৮: পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব 30

সারমর্ম: 34

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য

ভূমিকাঃ

ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে প্রতিটি মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। পিতা-মাতা সন্তানের জীবনের প্রথম অভিভাবক এবং তাদের ভূমিকা সন্তানের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ইসলাম পিতা-মাতার অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে এবং সন্তানদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারিমে এবং রাসুল (সা.) হাদিসে বারবার পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করার তাগিদ দিয়েছেন।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)

হে আমার রব, তাদের প্রতি সেভাবে দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।

অধ্যায় ১: প্রারম্ভিকা

পিতা-মাতা জীবনের সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব যাদের কাছে প্রতিটি সন্তানের অস্তিত্বের শুরু। একজন মানুষের জন্ম, লালন-পালন এবং সুষ্ঠু মানসিক বিকাশে পিতা-মাতার অবদান অমূল্য। তারা সন্তানের জন্য নিরলস শ্রম দেন, ত্যাগ স্বীকার করেন, এবং তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সন্তানদের সুখ ও সাফল্যের জন্য নিবেদন করেন।

ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করাকে ঈমানের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এটি মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ।

পিতা-মাতার মর্যাদা: ইসলামিক দৃষ্টিকোণ

ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা এতটাই উচ্চ যে, তাদের সেবা ও আনুগত্যকে আল্লাহর ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

> "তোমার প্রভু আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তাদের মধ্যে কেউ বা উভয়েই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করো না, তাদের ধমক দিও না এবং তাদের সঙ্গে সম্মানের সাথে কথা বলো।"
(সূরা আল-ইসরা: ২৩)

এ থেকে বোঝা যায়, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের সম্মান, ভালোবাসা, এবং যত্ন আল্লাহর আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসে পিতা-মাতার মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"জান্নাত মায়েদের পায়ের নিচে।"
(ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২৭৭১)

এই হাদিসের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, একজন সন্তান যদি তার মায়ের সেবা এবং আনুগত্য করে, তবে সে জান্নাত লাভের সুযোগ পাবে।

আরেকটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজাগুলোর একটি। তুমি যদি ইচ্ছা করো তবে তাকে অবহেলা করো, আর ইচ্ছা করলে তার প্রতি যত্নশীল হও।"
(তিরমিজি, হাদিস: ১৯০০)

এগুলো থেকে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার প্রতি সেবা ও শ্রদ্ধা জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করার মাধ্যম।

ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অপরিসীম। তাদের প্রতি সদাচরণ, আনুগত্য, এবং সেবা একজন মুসলিমের ঈমানের পরিচায়ক। পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একজন মুসলিম শুধু তাদের সুখীই করে না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথেও এগিয়ে যায়।

অধ্যায় ২: পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পিতা-মাতা সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক ও অভিভাবক। তাঁরা সন্তানকে জন্ম দেন, লালন-পালন করেন এবং জীবনের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেন। তাঁদের প্রতি সন্তানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। নিচে এসব দায়িত্ব বিশদভাবে আলোচনা করা হলো:

১. পিতা-মাতার সেবা করা

পিতা-মাতার সেবা সন্তানের প্রধান দায়িত্ব। যখন পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হন, শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন তাঁদের পাশে থেকে যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে সহায়তা করা।

অসুস্থ হলে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

প্রয়োজন হলে তাঁদের সঙ্গে সময় কাটানো এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া।

২. শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সন্তানদের জন্য অত্যাবশ্যক। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সন্তানের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে।

তাঁদের সঙ্গে সবসময় নম্রভাবে কথা বলা।

তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া।

তাঁদের পরামর্শ মেনে চলার চেষ্টা করা।

৩. অপমান বা কষ্ট না দেওয়া

পিতা-মাতা যাতে সন্তানের আচরণে আঘাতপ্রাপ্ত না হন, সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

তাঁদের কোনো কাজ বা কথায় অপমান করা যাবে না।

চিৎকার বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করা একেবারেই অনুচিত।

ধৈর্য ধরে তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।

৪. আর্থিক সাহায্য করা

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পিতা-মাতার আর্থিক স্বচ্ছলতা কমে যেতে পারে। এই সময়ে তাঁদের আর্থিক সহায়তা করা সন্তানের দায়িত্ব।

প্রয়োজনীয় খরচ জোগানোর ব্যবস্থা করা।

তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

পিতা-মাতার চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার জন্য অর্থ সরবরাহ করা।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব শুধু একটি নৈতিক কর্তব্য নয়, এটি ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের প্রতি দায়িত্ব পালন করলে সন্তানের জীবন শান্তিময় ও সমৃদ্ধ হয়। পিতা-মাতার জন্য ভালোবাসা ও সেবা জীবনের প্রতিটি স্তরে পালন করা উচিত।

অধ্যায় ৩: পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার প্রতি সেবার আদেশ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য দোয়া করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা কুরআন ও হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনার গুরুত্ব এবং তা কীভাবে করা উচিত তা বিশদভাবে আলোচনা করব।

অধ্যায় ৩: কুরআনে পিতা-মাতার জন্য দোয়া ও ক্ষমার নির্দেশনা

কুরআনে পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে বারবার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে তাদের জন্য দোয়া করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১. সুরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩-২৪:

> "তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাদের প্রতি 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদের ধমক দিও না; বরং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। আর তাদের প্রতি নম্রতার সঙ্গে দয়া ও স্নেহের ডানা বিস্তার করো এবং বলো, 'হে আমার রব! তাদের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।'"

২. সুরা লুকমান, আয়াত ১৪:

> "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের আদেশ দিয়েছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং দুই বছর তার দুধ ছাড়ানোর সময়কাল। সুতরাং আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন হবে।"

এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, দয়া এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা সন্তানের মৌলিক দায়িত্ব।

হাদিসে পিতা-মাতার জন্য দোয়া

হাদিসেও পিতা-মাতার জন্য দোয়া করার গুরুত্বের বিষয়ে বহু আলোচনা রয়েছে।

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> "যখন একজন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ছাড়া: (১) সদকায়ে জারিয়া (চলমান দান), (২) এমন জ্ঞান যা মানুষকে উপকৃত করে, এবং (৩) নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।"
(মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১)

২. পিতা-মাতার জন্য দোয়ার ফজিলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন:

> "তোমাদের জন্য পিতা-মাতার দোয়া এবং অভিশাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"
(তিরমিজি, হাদিস: ১৯০৫)

পিতা-মাতার জন্য করণীয় দোয়া

পিতা-মাতার জন্য দোয়া আল্লাহর কাছে তাদের মঙ্গল ও ক্ষমা প্রার্থনা করার অন্যতম মাধ্যম। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়া উল্লেখ করা হলো:

১. কুরআনে উল্লিখিত দোয়া:

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

উচ্চারণ: Rabbir hamhuma kama rabbayani sagheera.

অর্থ: "হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।"

(সুরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৪)

২. মৃত পিতা-মাতার জন্য দোয়া:

﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمَا وَارْحَمْهُمَا وَعَافِهِمَا وَاعْفُ عَنْهُمَا

উচ্চারণ: Allahumma aghfir lahuma warhamhuma wa ‘afihima wa’ fu ‘anhuma.

অর্থ: "হে আল্লাহ! তাদের ক্ষমা করুন, তাদের প্রতি দয়া করুন, তাদেরকে নিরাপদ রাখুন এবং তাদের ত্রুটি ক্ষমা করুন।"

৩. সমস্ত পিতা-মাতার জন্য দোয়া:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

উচ্চারণ: Rabbana ighfir li waliwalidayya walil-mu’mineena yawma yaqoomul-hisab.

অর্থ: "হে আমাদের প্রভু! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিনদের ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাবের দিন স্থাপন হবে।"

(সুরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪১)

পিতা-মাতার জন্য দোয়া করার ফলাফল

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন:
পিতা-মাতার জন্য দোয়া করার মাধ্যমে সন্তানের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

২. জান্নাত লাভের সুযোগ:
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> "পিতা-মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" (তিরমিজি, হাদিস: ১৮৯৯)

৩. পিতা-মাতার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা থাকে:
যদি সন্তান পিতা-মাতার জন্য দোয়া ও সদ্ব্যবহার করে, তবে এটি পিতা-মাতার জান্নাত লাভে সহায়তা করে।

পিতা-মাতা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। তাদের প্রতি দয়া, সম্মান, ও মমতা প্রদর্শন এবং তাদের জন্য দোয়া করা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। জীবিত বা মৃত—উভয় অবস্থায়ই পিতা-মাতার জন্য দোয়া করার মাধ্যমে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। সুতরাং, প্রতিদিন তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা উচিত।

অধ্যায় ৪: কুরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার গুরুত্ব

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পিতা-মাতা একটি সন্তানের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা এত উচ্চ যে তাদের সেবা ও আনুগত্যকে মহান আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কুরআনের আলোকে পিতা-মাতার গুরুত্ব

কুরআনে পিতা-মাতার গুরুত্ব বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি সন্তানের উত্তম আচরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু আয়াত হলো:

1. আল্লাহর ইবাদতের পরে পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ
আল্লাহ বলেন:

> "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তবে তাদের 'উহ্' শব্দটি বলো না এবং তাদের ধমক দিও না। বরং তাদের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে কথা বলো।"
(সূরা ইসরা: ২৩)

2. কৃতজ্ঞতার নির্দেশনা
আল্লাহ আরও বলেন:

> "আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং তার দুধ ছাড়ানোর সময় দুই

বছর। সুতরাং আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।"
(সূরা লুকমান: ১৪)

হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। কিছু উল্লেখযোগ্য হাদিস হলো:

1. পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন করার গুরুত্ব
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> "পিতা-মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"
(তিরমিজি: ১৮৯৯)

2. জিহাদের চেয়ে পিতা-মাতার সেবা উত্তম
এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত?" ব্যক্তি বলল, "হ্যাঁ।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন:

> "তাহলে তাদের সেবা করো। এটিই তোমার জন্য জিহাদ।"
(বুখারি: ৩০০৪, মুসলিম: ২৫৪৯)

3. পিতা-মাতার জন্য দোয়া করার গুরুত্ব
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> "যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং সৎ সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।"
(মুসলিম: ১৬৩১)

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

কুরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

1. উত্তম আচরণ করা: পিতা-মাতার সঙ্গে সব সময় নম্র এবং শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে হবে।

2. সেবা ও সহায়তা প্রদান: বার্ধক্যে পৌঁছালে তাদের যত্ন নেওয়া এবং তাদের প্রয়োজনে পাশে থাকা।

3. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা: তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাদের পরিশ্রমের প্রতি সম্মান দেখানো।

4. দোয়া করা: তাদের জন্য জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর দোয়া করা। কুরআনে বলা হয়েছে:

> "হে আমার পালনকর্তা! তাদের প্রতি রহম করো, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।"
(সূরা ইসরা: ২৪)

কুরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট। তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ, সেবা ও দোয়া করা একজন মুমিনের জন্য আবশ্যক কর্তব্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পিতা-মাতার প্রতি দয়া, কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্বশীল আচরণকে প্রাধান্য দিতে হবে। এটি শুধু দুনিয়ার কল্যাণই নয়, পরকালেও মুক্তির পথ প্রশস্ত করে।

অধ্যায় ৫: পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতার পরিণাম

পিতা-মাতা আমাদের জীবনের প্রথম শিক্ষক। তারা আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে সহায়ক হন এবং আমাদের উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তাই পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা বা তাঁদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করা একটি গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, যা আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে।

১. ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা অত্যন্ত পাপময় বলে বিবেচিত হয়। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মে সকলেই পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্য পালন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম ধর্মে পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর, এবং এটি কেবল পার্থিব দুনিয়ায় নয়, পরকালেও এক গুরুতর অপরাধ হিসেবে ধরা হয়। একইভাবে, হিন্দু ধর্মেও পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং কর্তব্য পালনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২. পারিবারিক সমস্যা

পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। যখন সন্তান পিতা-মাতার নির্দেশনা বা মূল্যবোধ অগ্রাহ্য করে, তখন পারিবারিক সম্পর্কগুলো দুর্বল হতে শুরু করে। পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের অবনতি পারিবারিক সুখের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে এবং এতে পারিবারিক অশান্তি, বিরোধ এবং সম্পর্কের ভাঙন ঘটতে পারে।

৩. মানসিক অশান্তি

অবাধ্য সন্তানের মনোবল দুর্বল হতে পারে এবং তাঁরা নিজেদের মধ্যে অসন্তুষ্টি, অশান্তি এবং অস্থিরতা অনুভব করতে পারে। মনের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ

নয় যখন তাঁরা তাদের পিতা-মাতার আদেশ বা পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। এতে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, এবং হতাশা সৃষ্টি হতে পারে, যা পরবর্তীতে মানসিক সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৪. সমাজে নেতিবাচক প্রভাব

পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। পরিবার হলো সমাজের মৌলিক ইউনিট, এবং যদি পরিবারে অশান্তি থাকে, তা সমাজের উপরও প্রভাব ফেলে। অবাধ্য সন্তানরা যখন সামাজিক আচার-আচরণে অশিষ্টতা দেখায়, তখন সমাজে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে নেতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। এর ফলে সমাজে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা এবং অসামাজিক মনোভাব গড়ে ওঠে।

৫. শিক্ষা ও ক্যারিয়ারের প্রভাব

পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা শিশুর বা সন্তানের শিক্ষাগত জীবন এবং ক্যারিয়ারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদি পিতা-মাতা সন্তানের জন্য সঠিক পরামর্শ ও গাইডলাইন প্রদান না করেন, এবং সন্তান তাদেরকে উপেক্ষা করে, তবে এটি তাঁদের শিক্ষা ও ভবিষ্যতের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। অবাধ্য সন্তানরা সাধারণত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে এবং ভবিষ্যতে বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে।

৬. আধ্যাত্মিক ক্ষতি

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা আধ্যাত্মিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। যদি কেউ তাদের পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য হয়, তবে তার আধ্যাত্মিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে ব্যক্তির ভিতরের শান্তি, পরিত্রাণ এবং সুখ প্রাপ্তি প্রভাবিত হয়। অনেক ধর্মীয় বিশ্বাসে, পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা দুঃখ ও পাপের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৭. সমাজের নৈতিকতার অবক্ষয়

পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা সমাজের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের লক্ষণ হতে পারে। এটি সমাজের মূল্যবোধের প্রতি অসম্মান এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ক্ষতিকর। যখন ব্যক্তির মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা গড়ে ওঠে, তখন তা প্রজন্মের পর প্রজন্মে নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষতি করতে পারে এবং সমাজের শান্তি ও অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারে।

পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা সমাজ, পরিবার, এবং ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত খারাপ পরিণতি ডেকে আনে। এটি শুধু পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে না, বরং ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক, সামাজিক, এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী চলা আমাদের জীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

অধ্যায় ৬: ইসলামে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের সৌন্দর্য।

ইসলামে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র সম্পর্ক। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতা হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এক ধরনের ধর্মীয় কর্তব্য। ইসলামে এই সম্পর্কের সৌন্দর্য ও মূল্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

১. পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের খেদমত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাদের সন্তুষ্টি লাভ করা আল্লাহর সন্তুষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে পিতা-মাতার সম্মান ও তাদের খেদমত করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন: "এবং তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" (সুরা আল-ইসরা: ২৩)

এছাড়া, হাদিসে এসেছে: "যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করে, সে যেন জান্নাতে প্রবেশ করে।" (বুখারি ও মুসলিম)

২. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব

ইসলামে পিতা-মাতার জন্য সন্তানের প্রতি দায়িত্বও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার দায়িত্ব হল তাদের সন্তানের ভালো শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া, সঠিক মূল্যবোধ শেখানো, এবং শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। পিতা-মাতার উচিত সন্তানের জন্য একটি ভালো পরিবেশ তৈরি করা, যাতে সে ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারে এবং সমাজে সৎ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে।

হাদিসে বলা হয়েছে: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের ভালোভাবে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করো, কারণ তারা তোমাদেরই ফলস্বরূপ।" (ইবনে মাজাহ)

৩. সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা

ইসলামে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা ও সহানুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উৎসাহিত করেছেন। সন্তানের ভালো মন্দের দিকে নজর রাখা, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় পাশে থাকা, এবং তাদের আবেগ ও অনুভূতিতে সহানুভূতির প্রদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটি হাদিসে এসেছে: "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে ভালোবাসো, এবং তোমাদের সন্তানদের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন করো।" (আল-হাদিস)

৪. পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের শাস্তি ও পুরস্কার

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা ও তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা এক ধরনের গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, যা আল্লাহর কঠিন শাস্তির কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্য পালন করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং তাদের জন্য জান্নাতের সুখের প্রতিশ্রুতি দেন।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: "আর আমরা মানুষের জন্য তার পিতা-মাতার প্রতি ভালো আচরণের আদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করেছে।" (সুরা আহকাফ: ১৫)

৫. পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের একতা

ইসলামে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে একতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্কের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, খোলামেলা কথা বলা, এবং একে অপরের অনুভূতি ও ইচ্ছাকে সম্মান করা খুব জরুরি। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে খোলামেলা

ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, যাতে সন্তানের মনে কোনো ধরনের ভয় বা দ্বিধা না থাকে এবং সে তার পিতা-মাতার সাথে সহজেই সমস্যা ও চিন্তা-ভাবনা শেয়ার করতে পারে।

ইসলামে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক শুধুমাত্র পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয় কর্তব্য ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও তাদের খেদমত করা, এবং সন্তানের প্রতি স্নেহ, দয়া ও সঠিক শিক্ষা প্রদান করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। এ সম্পর্কের সৌন্দর্য বিশ্বমান্য এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং পার্থিব ও পরকালীন সফলতার পথ উন্মুক্ত করে।

অধ্যায় ৭: আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জ ও সমাধান।

আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। পরিবার ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, অর্থনৈতিক চাপ, প্রযুক্তির বিস্তার, এবং ব্যক্তিগত চাহিদাগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা—এসব বিষয় পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি করছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই চ্যালেঞ্জগুলির বিশ্লেষণ করব এবং তাদের সমাধান কীভাবে হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করব।

১. অর্থনৈতিক চাপ:

আধুনিক সমাজে পিতা-মাতাকে অর্থনৈতিকভাবে অধিক সংগ্রাম করতে হয়। অধিকাংশ পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে একাধিক চাকরি করেন অথবা দীর্ঘ সময় কাজ করেন। এর ফলে পরিবারের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, যখন পিতা-মাতা দুজনেই চাকরি করেন, তখন সন্তানদের যত্ন নেওয়া, তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা, এবং ব্যক্তিগত সময় ব্যয় করার সুযোগ কমে যায়।

সমাধান:

পিতা-মাতাদের জন্য সময় বাঁচানোর এবং পরিবারকে গুরুত্ব দেওয়ার উপায় হিসেবে কর্মস্থলে ফ্লেক্সিবল টাইম এবং চাকরির পাশাপাশি পারিবারিক সুবিধা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

শিশুদের শিক্ষার জন্য সাশ্রয়ী এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা যাতে পিতা-মাতাদের অর্থনৈতিক চিন্তা কম হয়।

২. প্রযুক্তির প্রভাব:

আধুনিক প্রযুক্তি, বিশেষ করে স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া, শিশুদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি একদিকে যেমন শিক্ষা এবং যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করেছে, তেমনি পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্বও সৃষ্টি করছে। প্রযুক্তির ব্যবহার অতিরিক্ত হলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

সমাধান:

পিতা-মাতাকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখানো এবং সন্তানের প্রযুক্তি ব্যবহারে একটি সীমা নির্ধারণ করা।

পরিবারের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে সক্রিয় সময় কাটানো ও যোগাযোগের গুরুত্ব বোঝানো।

শিশুদের জন্য শিক্ষা এবং বিকাশমূলক অ্যাপস ব্যবহার করা, যাতে তারা প্রযুক্তি ব্যবহার করেও শিক্ষণীয় কিছু শিখতে পারে।

৩. পরিবারের কাঠামোয় পরিবর্তন:

আধুনিক সমাজে পরিবার কাঠামো অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। একক পরিবার (নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি) ছাড়াও অনেক সময় পিতা-মাতা একসঙ্গে থাকতে পারেন না, অথবা তাদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকে। কখনও কখনও পিতা-মাতা একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যান, ফলে সন্তানদের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হতে পারে। এটি পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে।

সমাধান:

পিতা-মাতা বা সন্তানদের জন্য কাউন্সেলিং সেশন বা থেরাপি নিশ্চিত করা, যাতে তারা মানসিক শান্তি ফিরে পেতে পারে এবং সঠিক দিক নির্দেশনা পায়।

পরিবারে সম্পর্কের মধ্যকার সমস্যা সমাধানে আরো সহায়ক সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা।

একক পিতা-মাতাদের জন্য সহায়তামূলক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

৪. সামাজিক চাপ:

আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার কাছ থেকে শিশুদের অনেক বেশি আশা থাকে। সন্তানদের একাডেমিক এবং সামাজিক সফলতা নিশ্চিত করার জন্য পিতা-মাতা এক ধরনের সামাজিক চাপ অনুভব করেন। এর ফলে অনেক সময় তাদের মনস্তাত্ত্বিক চাপ বাড়ে এবং তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হতে পারেন।

সমাধান:

পিতা-মাতাকে মানসিক চাপ কমানোর জন্য সামাজিক কর্মশালা আয়োজন করা, যেখানে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারেন এবং অন্যদের থেকে সহায়তা পেতে পারেন।

স্কুল এবং সমাজে পিতা-মাতাদের সঙ্গে মিলে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, যেখানে সন্তানের বিকাশ এবং সুখী জীবন অগ্রাধিকার পাবে, শুধু একাডেমিক সফলতা নয়।

৫. শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন:

আধুনিক জীবনের তাড়া, প্রযুক্তির প্রভাব, এবং মানসিক চাপ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। অনেক সময় পিতা-মাতা পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার কারণে সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য খেয়াল রাখতে পারেন না।

সমাধান:

পিতা-মাতাকে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করা।

খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিশুদের বিকাশে সহায়তা করা।

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে স্কুল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে পরামর্শ দেওয়া।

৬. এডুকেশন এবং কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য:

আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার একদিকে যেমন কর্মজীবন থাকে, তেমনি তাদের সন্তানের শিক্ষা নিয়েও ব্যস্ত থাকতে হয়। এই দুটি দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন।

সমাধান:

পিতা-মাতাকে সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা শেখানো, যাতে তারা কর্মজীবন এবং পরিবারকে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে পারেন।

শিশুদের শিক্ষায় পিতামাতার অংশগ্রহণ বাড়ানো, স্কুলগুলোতে অভিভাবক সভা আয়োজন করা।

আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জগুলো দিন দিন বেড়েছে, তবে সঠিক পরিকল্পনা, সামাজিক সহায়তা এবং মনোযোগের মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। পিতা-মাতার দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে সমঝোতা, সহায়তা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা উচিত, যাতে তাদের সন্তানরা একটি সুখী, সুস্থ, এবং সুরক্ষিত পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে।

অধ্যায় ৮: পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ইসলামের শিক্ষা এবং মানবিক আদর্শে গভীরভাবে নিহিত। মুসলিম জীবনাচারে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবা অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করলে শুধু দুনিয়াতেই নয়, আখিরাতেও কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। এখানে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জনের কয়েকটি দিক বিশদভাবে আলোচিত হবে।

১. পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা

ইসলামে পিতা-মাতাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন:
"তোমরা তাদের (পিতা-মাতার) সাথে ভালো আচরণ করো, যদি তারা তোমাকে (ইসলাম) গ্রহণ না করতে বলে তবুও তাদের সাথে দয়া, সদাচরণ করো।" (সূরা লুকমান: ১৫)
এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালো আচরণ করা ইসলামের একটি মূলনীতি। এমনকি পিতা-মাতার অনুরোধ থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

২. পিতা-মাতার সেবা ও যত্ন

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন মানে শুধু তাদেরকে সম্মান জানানো নয়, তাদের সেবা ও যত্নও নেওয়া। পিতা-মাতা বয়সের শেষ ধাপে এসে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তাদের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন হয়। তাদের শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সন্তান তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করে। হাদিসে এসেছে, “যে ব্যক্তি তার মা-বাবার সেবা করবে, সে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান পাবে” (সহীহ মুসলিম)।

৩. দুনিয়াতে কল্যাণ লাভ

পিতা-মাতার সেবা ও দায়িত্ব পালন করলে দুনিয়াতে কল্যাণ আসতে পারে। তাদের সহযোগিতায় আল্লাহর রহমত ও আশীর্বাদ অর্জিত হয়। এমনকি দুনিয়াতে সফলতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধিও আসতে পারে। হাদিসে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার আয়ু বৃদ্ধি পায় এবং তার জীবনে বরকত আসে।” (সহীহ বুখারি)।

৪. আখিরাতে কল্যাণ অর্জন

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের ফল আখিরাতে পাওয়া যায়। ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সেবা এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:
"আর তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তোমরা তাঁর ছাড়া কাউকে ইবাদত করবে না, এবং পিতা-মাতার প্রতি ভালো আচরণ করবে।" (সূরা আল-ইসরা: ২৩)
এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার প্রতি দয়ার সঙ্গে আচরণ এবং তাদের জন্য দোয়া করা আখিরাতে কল্যাণের কারণ। যারা তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো আচরণ করবে, আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের দ্বার খুলে দেবেন।

৫. পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা

পিতা-মাতার জীবনের পরে তাদের জন্য দোয়া করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একবার পিতা-মাতা ইন্তেকাল করার পর তাদের জন্য দোয়া, ইস্তেগফার এবং তাদের নামে সদকা করা সুন্নত। হাদিসে এসেছে, “তোমরা যখন তোমাদের পিতা-মাতার জন্য দোয়া করো, আল্লাহ তা কবুল করেন এবং তোমাদের মঙ্গল সাধন করেন।” (মুসনাদ আহমদ)

৬. পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সম্পর্ক দৃঢ় করা

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। এটি সমাজে একধরনের সহানুভূতি এবং সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। পিতা-মাতার সেবা ও শ্রদ্ধা শুধু ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি এনে দেয় না, বরং সমাজে নৈতিকতার পরিবেশ তৈরি করে।

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আদর্শ, যা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম হতে পারে। পিতা-মাতার সেবা, শ্রদ্ধা এবং তাদের জন্য দোয়া করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য, যা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং সমর্থনের অন্যতম পথ। এর মাধ্যমে দুনিয়াতে সুখ-শান্তি এবং আখিরাতে জান্নাতের সাফল্য অর্জিত হতে পারে।

পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরসন্তানের দায়িত্ব

তাদের মৃত্যুর পরও সন্তানের দায়িত্ব শেষ হয় না। হাদিসে এসেছে, পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা, তাদের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করা, এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা সন্তানের কর্তব্য।

এক ইয়েমেনীর ঘটনা

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার দেখতে পেলেন, এক ইয়েমেনী যুবক তার মাকে পিঠে নিয়ে তাওয়াফরত অবস্থায় বিড়বিড় করে বলছেন 'আমি আজ মায়ের জন্য অনুগত উটের মতো। কোনো কষ্ট বা ভয়ই আমাকে বিরত রাখতে পারবে না।' অতঃপর তাওয়াফ শেষে, লোকটি 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমারকে বললেন, 'হে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, আমার মা আমাকে যত মাস গর্ভে ধারণ করেছে, তার চেয়েও বেশি সময় ধরে আমি তাকে বহন করছি। আমি কি আমার মায়ের প্রতিদান দিতে পেরেছি? 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার জবাবে বললেন, 'নাহ, আপনার মায়ের একটা দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও আপনি দিতে পারেননি।[১]'

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, আমরা যতই ভাবি না কেন, বাবা-মা'র জন্য আমরা বিশাল কিছু করে ফেলেছি, আদতে তাদের প্রতিদান দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই বাবা-মা'র হক আদায়ে আত্মতুষ্টিতে না ভোগাই ভালো। আমরা কেবল আমাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করতে পারি। তারা যদি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে আল্লাহও আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন।

দীর্ঘায়ু ও সম্পদ লাভ

পৃথিবীতে অনেক দিন বেঁচে থাকতে কে না চায়? কে না চায় স্বচ্ছলভাবে দিন কাটাতে? এ দুটি ইচ্ছে পূরণের একটি নিশ্চিত উপায় আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

'যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও রিষ্ক বৃদ্ধির আশা করে, সে যেন পিতা-মাতার আনুগত্য করে এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।১'

ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি হাদীস সংকলন করেছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

'দীর্ঘায়ু লাভের একটি উপায় হলো পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ।[২]'

কতিপয় হুকামাত বলেছেন, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করলে এবং আত্মীয়

সুজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে দীর্ঘ ও উন্নত জীবন লাভ করা যায়। এমনকি

কোনো পাপী ব্যক্তি এই কাজগুলো করলে সেও একই নি'য়ামাত পাবে।

হাদিসের গুরুত্বপূর্ন বার্তা:

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,
"পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" (তিরমিজি)

সারমর্ম:

পিতা-মাতা সন্তানের জীবনে আল্লাহর পরেই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ইসলামে তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্বকে ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা পারিবারিক শান্তি, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও 'ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; আর তাদের সাথে

সম্মানজনক কথা বল (১

তথ্য সংগ্রহ : মা, মা, মা, ও বাবা বই